ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১ ঃ মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ ঃ নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ ঃ টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ ঃ মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ ঃ হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ ঃ চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ ঃ উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ ঃ দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ ঃ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ ঃ মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ ঃ মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ ঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ ঃ আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ ঃ মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ ঃ মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ ঃ অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

টার্ণওভার কর

১। টার্ণওভার কর কি ঃ

কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ থেকে যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন সে পরিমাণ অর্থ ঐ সময়ের জন্য তার টার্ণওভার । করযোগ্য কোনো পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর (বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের আওতাভুক্ত পণ্য/সেবা ব্যতীত) বার্ষিক টার্ণওভার ষাট লক্ষ টাকার নিম্নে হলে তাকে টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত হয়ে মোট টার্ণওভারের উপর চার শতাংশ হারে কর প্রদান করতে হয়। এই করকেই টার্ণওভার কর বলা হয়।

২। যে সব প্রতিষ্ঠান টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত হতে পারবে নাঃ

(ক) নিম্নলিখিত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার কম হলেও তারা টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না-

নারিকেল তেল, লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর সকল প্রকার ফলের জ্যাম ও জেলি, সকল প্রকার ফলের রস এবং ফ্রুট ড্রিংক, মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয়. এনার্জি ড্রিংক, সকল প্রকার সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা এবং গুল, এন্টিসেপটিক, ডিসইনফেকট্যান্ট ও ঔষধ, কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত সামগ্রী, পেইন্টস, পিগমেন্টস, ভার্নিসেস ও পলিসেস কসমেটিক্স, শেভ-পূর্ব শেভিং অথবা শেভ পরবর্তীতে ব্যবহার্য প্রশাধন সামগ্রী শরীরের দুর্গন্ধ এবং ঘাম দূরীকরণে ব্যবহৃত সামগ্রী, সুগন্ধযুক্ত বাথসল্ট এবং অন্যান্য গোসল সামগ্রী, তরল সাবানসহ সকল প্রকার সাবান, সকল প্রকার দিয়াশলাই, সকল প্রকার মশার কয়েল, পিভিসি পাইপ, সকল প্রকার জুতা স্যান্ডেল, সকল প্রকার ইট, সকল প্রকার সিরামিক এবং পোরসিলিনের তৈরি পণ্য, এম এস প্রোডাক্ট, বৈদ্যুতিক পাখা, ড্রাইসেল ব্যাটারী ও স্টোরেজ ব্যাটারী, বৈদুতিক বাল্ব, রাবার ও প্লাষ্টিক ফোম।

(খ) নিম্নলিখিত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত হতে পারবে না-

হিমাগার, বাঁধাই সংস্থা, ভিডিও ক্যাসেট সপ, ভিডিও গেম সপ, ভিডিও-অডিও রেকর্ডিং সপ, ভিডিও ও অডিও সিডি ভাড়া প্রদানকারী সপ, যান্ত্রিক লন্ডি, ফটো নির্মাতা, প্লান্ট বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা, মিষ্টান্ন ভান্ডার, দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আইন পরামর্শক, শব্দ ও আলোক সরঞ্জাম ভাড়া প্রদানকারী, ভূমি বিক্রয়কারী, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী, সামাজিক ও খেলাধুলা বিষয়ক ক্লাব (যার সদস্যসদ গ্রহণ করতে হলে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে ফি প্রদান করতে হয় অথবা মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকার উর্ধ্বে চাঁদা প্রদান করতে হয়), ট্যুর অপারেটর, নিজ ব্রান্ড সম্বলিত তৈরী পোশাক বিপণন কেন্দ্র।

৩। টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তি ঃ

(ক) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়ে তালিকাভুক্তির আবেদন করতে হবে;

(খ) বার্ষিক টার্ণওভার সম্পকিত ঘোষণা 'মূসক-২খ' **(পরিশিষ্ট-১)** পূরণ করে 'মূসক-৬' **(পরিশিষ্ট-২)** ফরমে টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তির আবেদন করতে হবে;

(গ) 'মূসক-৬' ফরমের সাথে ট্রেড লাইসেন্সের কপি, ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র, আয়কর সনদপত্র ইত্যাদি দাখিল করতে হবে;

(ঘ) বিভাগীয় দপ্তর দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই করে যথাযথ পেলে প্রতিষ্ঠানকে টার্ণওভারকর তালিকাভুক্তিপূর্বক 'মূসক-৮' **(পরিশিষ্ট-৩)** ফরম এ একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে।

৪। টার্ণওভার কর নিরূপণ ঃ

(ক) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির তারিখ হতে পরবর্তী প্রত্যেক বছরের প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে 'মূসক-২খ' **(পরিশিষ্ট-১)** ফরম এ উক্ত বছরের প্রাক্কলিত টার্ণওভারের পরিমাণ ও কর প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করতে হবে;

(খ) বিভাগীয় কর্মকর্তা ঘোষিত টার্ণওভার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে পরবর্তী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুমোদনপূর্বক অনুমোদন পত্রের একটি কপি তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবেন;

(গ) ঘোষিত টার্ণওভারের পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক গ্রহণযোগ্য টার্ণওভার এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন।

(ঘ) ঘোষিত টার্ণওভার গ্রহণ না করে বিভাগ কর্তৃক টার্ণওভার নির্ধারণের পূর্বে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে;

(ঙ) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির তারিখ হতে নির্ধারিত টার্ণওভার এর ৪% টার্ণওভার কর পরিশোধ করতে হবে।

৫। টার্ণওভার কর পরিশোধের পদ্ধতি ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত টার্ণওভারের ভিত্তিতে

- এককালীন
- ত্রৈমাসিক, বা
- মাসিক ভিত্তিতে; টার্ণওভার কর পরিশোধ করতে পারবেন।

(খ) এককালীন পরিশোধের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয় টার্ণওভার কর সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করে ফরম 'মূসক-৪' **(পরিশিষ্ট-৪)** এ একটি দাখিলপত্র স্থানীয় মূসক কার্যালয়ে (সার্কেল দপ্তরে) রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে;

- মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদানের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম কিস্তির (ত্রৈমাসিকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত টার্ণওভারের ৪ ভাগের ১ ভাগ এবং মাসিক ক্ষেত্রে ১২ ভাগের ১ ভাগ) প্রদেয় টার্ণওভার কর সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদান করে ফরম মূসক-৪ এ দাখিলপত্র সংশ্লিষ্ট সার্কেলের রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তী কিস্তিসমূহের ক্ষেত্রে কিস্তি শুরুর প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে প্রদেয় টার্ণওভার কর সরকারী ট্রেজারীতে জমাপ্রদান পূর্বক করদাতাকে ফরম 'মূসক-৪' এ একটি দাখিলপত্র রাজস্ব কর্মকর্তার বরাবরে দাখিল করতে হবে;

(গ) দাখিলপত্রের সাথে কর প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে;

(ঘ) বছরের যে কোন সময়ে তালিকাভুক্ত ব্যক্তির বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে তাকে তালিকাভুক্তি নম্বর বাতিলের আবেদন করতে হবে এবং মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করে ১৫% হারে মূসক প্রদান করতে হবে।

৬। টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তির জন্য রক্ষণীয় চালানপত্র ও রেজিস্টারাদি ঃ

(ক) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় ক্রেতার অনুকূলে ক্যাশ মেমো ইস্যু করতে হবে;

(খ) ইস্যুকৃত ক্যাশ মেমো'র উপর সুস্পষ্টভাবে টার্ণওভার কর তালিকাভুক্তির নম্বর উল্লিখিত থাকতে হবে;

(গ) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব ফরম 'মূসক-১৭ক' **(পরিশিষ্ট-৫)** রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) ফরম মূসক-৪এ দাখিলপত্র পেশ করতে হবে;

(ঙ) দাখিলপত্রের সাথে ট্রেজারী চালানের কপি সংযুক্ত করতে হবে।
উল্লিখিত দলিলাদি ৬ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। কমিশনার কর্তৃক টার্ণওভার পুনঃনির্ধারণ এবং অন্যবিধ ক্ষমতা ঃ

(ক) বিভাগীয় দপ্তর প্রতিমাসে পূর্ববর্তী মাসের টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসার প্রকৃতি ও টার্ণওভার সংক্রান্ত তথ্য কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে;

(খ) কমিশনার যথাশীঘ্র টার্ণওভার তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই করবেন;

(গ) কমিশনারের নিকট কোনো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের টার্ণওভার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে তিনি অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে টার্ণওভার পুন: নির্ধারণ করবেন;

(ঘ) কমিশনার কর্তৃক টার্ণওভার পুনঃনির্ধারণের পূর্বে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে;

(ঙ) কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনযোগ্য মর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে কমিশনার তালিকাভুক্তি বাতিলপূর্বক নিবন্ধিত হবার আদেশ দিতে পারবেন; এবং

(চ) তালিকাভুক্তির তারিখ হতে প্রযোজ্য হারে মূসক প্রদান করার আদেশ দিতে পারবেন।

৮। টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ পেতে পারে কি ঃ

মূসক আইনের ধারা ১৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রত্যার্পণ পেতে পারে।

৯। টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ ঃ

(ক) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ট্যারিফ মূল্য বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করতে পারবে না তাদেরকে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্যের উপর ৪% হারে কর পরিশোধ করতে হবে;

(খ) টার্ণওভার কর তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে না এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানের কর চালানপত্রের ভিত্তিতে মূসক নিবন্ধিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে না।

১০। ❑ টার্ণওভার কর পরিশোধে ব্যর্থতার শাস্তি ও আদায় ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টার্ণওভার কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিভাগীয় কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন;

(খ) অপরিশোধিত টার্ণওভার কর প্রদানের তারিখ হতে মাসিক ২ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হবে;

(গ) অসত্য তথ্য প্রদান, চালানপত্র না ইস্যূ করা, অসত্য চালান পত্র প্রদান, সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ না করা বা মূসক আইন বা বিধির কোন বিধান লংঘন করলে মূসক আইনের ধারা ৩৭ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা যাবে।

(ঘ) অপরিশোধিত টার্ণওভার কর আইনের ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।